'বার করে বিষ্ণুশক্তি সফলাডাঙ্গায়।
আকর্ষণে হরিচাঁদ দেহে হ'ল লয়।।
ক্রমে ক্রমে বিকশিত ঈশ্বরীয় শক্তি।
ভবিষ্যৎ বলে স্বপ্নে, কুষ্ঠব্যাধি মুক্তি।।
জমিদার সঙ্গে বাদ দেশত্যাগী হ'ল।
পূর্ণ লীলাক্ষেত্র ওড়াকান্দীতে আসিল।।
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই বাড়ী হ'ল ভিন্ন।
জ্যেষ্ঠপুত্র গুরুচাঁদ হয় অবতীর্ণ।।
ব্যবসায় কৃষিকার্য্য করে ইতিপূর্বে।
শেষ করিলেন হরি গৃহস্থলী পর্বে।।
আপন আত্মাকে হরি আপনি দেখিলা।।
পূর্ণশক্তি লাভ হ'ল বকুলের তলা।।
কল্পবৃক্ষমূলে বসে শ্রীহরিঠাকুর।
অকামনা নামে রুচি কামবাঞ্ছা দূর।।
অকামনা, বৃক্ষমূলে মিলে সর্বফল।
অকামনা ব্রত সাধে ভকত বৎসল।।
একা প্রভু বহু হ'ল ভকতের দেহে।
ভক্তি আকর্ষণে চলে ভক্তগণ গৃহে।।
প্রথম নিশানা করে রাউৎখামার।
ঘৃতকান্দী মাচকান্দী এল পর পর।।
শ্রীরামকুমার ভক্ত রাউৎখামার।
শ্রীবংশীবদন শ্রীরামলোচন আর।।
ওড়াকান্দী রামচাঁদ চৌধুরী সুজন।
পদে পদ্ম দেখি মত্ত হ'ল সেই জন।।
রোগী, ভোগী, ভক্ত, বাদী সকলে জুটিল।
যুগাবতারের কাজ আরম্ভ হইল।।
যুগে যুগে অবতার জীবের কারণ।
শ্রীহরি রূপেতে ওড়াকান্দী আগমন।।

অন্তর্য্যামী শ্রীশ্রীহরিচাঁদের আনারস ভক্ষণ

রাউৎখামার গ্রামে বংশী মহাভাগ।
ঠাকুরের পদে তাঁর দৃঢ় অনুরাগ।।
একদিন হাটে গিয়া বংশীবদন।
আনারস দেখি হৈল প্রভুকে স্মরণ।।
সুমধুর আনারস গোটা দশ কিনে।
সুপক্কটি সেরে রাখে যতনে গোপনে।।
ধান্যের *ডোলের মধ্যে কেহ নাহি জানে।
অন্তর্য্যামী তাহা জানিলেন মনে।।
বংশীর বাটীতে প্রভু উপনীত হ'ল।
একে একে ভক্ত সব আসিয়া মিশিল।।
আনন্দে বলিছে বংশী 'প্রভু এল ঘরে।'
প্রভুর নিকটে গিয়া নামপদ করে।।
প্রভু বলে "ওরে বংশী! আমাকে আনিলি।
এতক্ষণ মধ্যে মোরে খেতে নাহি দিলি।।"
ব্যস্ত হ'য়ে বংশী তার রমণীরে কয়।
"কিবা দিবে, কিবা দিব প্রভুর সেবায়?
বংশীর স্বভাব ছিল আসিলে ঠাকুর।
আনন্দেতে বাহ্যস্মৃতি সব হত দূর।।
বংশীর রমণী যায় পাকশালা ঘরে।
আয়োজন করিতেছে রন্ধনের তরে।।
প্রভু কন "ওরে বংশী আসা যে আশাতে।
বড় ইচ্ছা হ'ল মোর আনারস খেতে।।"
আনারস গৃহেতে বংশীর মনে নাই।
প্রভু কন "আনারস আন রস খাই।।"
শুনি বংশী রমণীকে ডেকে এনে ঘরে।
বলে 'আনারস খেতে দাও শ্রীপ্রভুরে।।'
আনারস বানাইলে মনে করি সাধ।
প্রভুর বাসনা যেটা সেটা রহে বাদ।।

*ডোল—শস্যাদি রাখিবার গোলাকার পাত্র।